মেহেরপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, এক রাতেই আটক ৪৯

মাদক ও কিশোর গ্যাং বিরোধী অভিযান চালিয়ে এক রাতেই ৪৯ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির।

আটককৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানায় ৪৬ জন ও গাংনী থানায় তিন জন রয়েছে। আটক কৃতদের মধ্যে গাংনী থানার তিনজনসহ ২৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের অভিভাবকদের ডেকে মুচলেকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় জেলাব্যাপী কিশোর গ্যাং, মাদক এবং অনলাইন জুয়াবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রথমদিকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তাদের অভিভাবকের মুচলেকা নিয়ে তাদের জিম্মাই দেওয়া হচ্ছে। তবে মাদকসহ যারা আটক হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হবে। এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই অভিযান চলমান থাকবে।

গাংনীতে রাতের আঁধারে তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আঁধারে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির

কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে মাঠে গিয়ে কলাগাছ কাটা অবস্থায় দেখতে পান জমির মালিকরা। পরে স্থানীয়দের ও পুলিশকে বিষয়টি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মাঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরগোয়াল গ্রামের কৃষক আব্দুল গনি, মাহফুজ, জিল্লুর, পল্টু মিয়া, আলফাজ ও রিপনের প্রায় তিন বিঘা জমিতে কলার চাষ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ জমি বর্গা নিয়ে চাষ করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা ওই জমিতে প্রবেশ করে প্রতিটি কলাগাছ কেটে দুই খণ্ড করে দেয়। সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, ধারদেনা করে ও শ্রম দিয়ে তারা কলার বাগান তৈরি করেছিলেন। গাছগুলোতে ফলন আসার সময় এমন ঘটনা ঘটায় তারা আর্থিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তারা জানেন না। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

একই এলাকার সোহেল বলেন, “গত তিন বছরে কৃষকের কষ্টে উৎপাদিত ফসল নষ্টের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। অপরাধীরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এমন ঘৃণ্য কাজ প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এসব অপরাধী আইনের আওতায় না আসা পর্যন্ত কৃষকের ফসল মাঠে নিরাপদ নয়।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, চরগোয়াল গ্রামের মাঠে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গাংনীতে রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ; ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ ধ্বংস

রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ;মারা গেলো ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের একটি মাছ চাষের পুকুরের ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ মারা গেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাত কেউ বিষ ঢেলে মাছ নিধন করেছে বলে অভিযোগ মাছ চাষী কামরুজ্জামানের।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাছ মরে ভেসে উঠলে বিষয়টি তার নজরে আসে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান ৩ বিঘা পুকুরে মাছ চাষ করেছেন। দুই বছর ধরে পাঙ্গাস জাতীয় মাছ চাষ করছেন । একেকটি মাছ ৭-১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি।

অথচ আজ সকালে স্থানীয়রা পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখেন। পুকুর মালিক লোকজন নিয়ে মাছ তুলে বিক্রির চেষ্টা করেছেন। তবে বিষে আক্রান্ত নেই বেশিরভাগ মাছে পচন ধরেছে। এতে তার ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান মাছ চাষী কামরুজক্জামান।

দ্রুততম সময়ে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুরে এক রাতে ৫ দোকানে চুরি: আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এক রাতে ৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত রাতে উপজেলার মেনবাজার এলাকায় এই চুরির ঘটনা ঘটে। সংঘবদ্ধ চোরচক্র দোকানের তালা ভেঙে নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আমিন জানান, প্রতিদিনের মতো রাতে দোকান বন্ধ করে তারা বাড়িতে যান। আজ সকালে দোকানে এসে দেখেন শার্টার ভাঙা। দোকানগুলোর ভেতরে ড্রয়ার তছনছ করা অবস্থায় পড়ে ছিল। জানা গেছে, চোরচক্রটি পরিকল্পিতভাবে একের পর এক ৫টি দোকানে প্রবেশ করে ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ অর্থ নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে,শামীম এন্টারপ্রাইজ ৮ হাজার টাকা, রাজ্জাক সু স্টোর ২৬ হাজার টাকা, লিটন এন্টারপ্রাইজ ১০ হাজার টাকা জুয়েল বস্ত্রালয় ৯ হাজার টাকা শাহীন গার্মেন্টস ১৭ হাজার টাকা। পাঁচটি দোকান মিলিয়ে মোট ৭০ হাজার টাকা চুরি হয়। ভুক্তভোগী এক ব্যবসায়ী বলেন, “আমরা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এভাবে এক রাতে এতগুলো দোকানে চুরি হওয়ায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি।”

খবর পেয়ে সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। পুলিশ জানায়, চোর শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এলাকায় পুলিশি টহল আরও জোরদার করা হবে বলেও জানানো হয়।

এই চুরির ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা দ্রুত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার এবং বাজারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অসহায়দের জন্য শীতের রাতে মেহেরপুর পুলিশের উষ্ণ সাহায্য

মেহেরপুর জেলা পুলিশ গভীর রাতে অসহায়, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করে এক উজ্জ্বল মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার অসহায়, প্রতিবন্ধী এবং দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শীতের তীব্রতায় কষ্ট পাওয়া মানুষদের জন্য এটি ছিল এক উষ্ণ ও মানবিক সহায়তা।

এ সময় পুলিশ সুপারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ জামিনুর রহমান খান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম।